



সান্তাড় সাঁওতारे “মাঘ সিম জম” আর “বাহা বঙ্গাঁ (সান্তাল সমাজে “মাঘ সিম জম” আর “বাহা বঙ্গাঁ”)

সুমন্ত বাস্কে

সহকারী অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ,

চুনারাম গোবিন্দ মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট কলেজ, মানবাজার, পুরুলিয়া।

সারসংক্ষেপ: সাঁওতাল সমাজের জীবনধারার ক্ষুদ্র চিত্র উপলক্ষিত হয়েছে। তাদের ধর্ম ও উপাশনার চিত্র, মন্ত্র এবং বিভিন্ন লোকগীতির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। মারাং-বুরু (প্রধান উপাস্য দেবতা), জাহের-আয়ো (প্রধান উপাস্য দেবী) ব্যাতিত অন্যান্য দেব দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সমাজ ব্যবস্থায় পূজা-অর্চনা, আচার-বিচারে জাহের-থান (ধর্মীয় পূজা স্থল), মাজ্জি-থান, মাজ্জি(গ্রাম মুখিয়া) গডেৎ(ডাক্যদার),নায়্কেদের(পুরোহিত) গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। “মাঘ সিম জম” এর মধ্য দিয়ে তাদের নববর্ষের আগমনে দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা, উৎসর্গ এবং সমাজের মঙ্গল কামনা প্রকাশ পেয়েছে। “বাহা-বঙ্গাঁ” এর মধ্য দিয়ে নূতন বসন্তের আগমনকে স্বাগত জানানো ও পবিত্র শাল গাছ, মছয়া গাছ, ফল, ফুল এর গুরুত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

সূচক শব্দ : মারাং-বুরু, জাহের-আয়ো, জাহের-থান, মাজ্জি-থান, মাজ্জি, গডেৎ, নায়্কে, মাঘ সিম জম, বাহা-বঙ্গাঁ, জাহের-সড়ে, সারি-সারজম, আরিচালি, জঁহার।

ভূমিকা : অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়-এর মতো সাঁওতাল সমাজও তার সংস্কৃতির নিজস্ব রীতির নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। বনবাসী-গ্রাম্য জীবনের একাত্মতা তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। গার্হস্থ্য জীবনের সুখ, দুখ, আনন্দ, বেদনা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সমাজের বন্ধনকে এখনও ধরে রেখেছেন মাজ্জি, পারাগানা, মহলদাররা। গ্রামের মাজ্জি, গদেৎ, জগমাজ্জি, নায়্কে, কুডৌম-নায়্কেদের নেতৃত্ব বিনাবিচার-আচার, পূজাপার্বণ, বিবাহ ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান করা যায় না। কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে গদেৎ এর ডাকে “মাজ্জি-থানে” সকলে সমবেত হয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে কোন অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়- তা সে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হোক বা সামাজিক।



এই আলোচনার নিরিখে সামাজিক সংস্কৃতির ছোট্ট একটা রূপরেখা টানা হয়েছে। প্রথমেই বর্ষবরণের অনুষ্ঠান যার মধ্য দিয়ে সমাজের মঙ্গল কামনা করা হয়-

“মাঘ সিম জম” : মাঘ মাসকে নববর্ষ হিসেবে মান্য করা হয়। তাই মাসের প্রথম দিকেই “মাঘ সিম জম” উৎসব পালিত হয়। গ্রামের একমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান স্থল “জাহের থান”। এখানে নানা উপাচারে পূজা-অর্চনা করা হয় ও বলিচড়ানো হয়। মারাং-বুরু, জাহের-আয়ো, মঁড়েক-তুরুইক, গ্রামিনি, সন্ন্যাসী, ধনঘেরা, পারাগানা এবং চতুঃসীমা হলেন প্রধান দেবতা। ‘নায়কে গঁসাই’ নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন-

জঁহার গঁসাই মারাং বুরু

জঁহার গঁসাই জাহের-আয়ো

জঁহার গঁসাই মঁড়েক –তুরুইক

জঁহার জঁহার।

মা এনদ-নাওয়া সেরমা

বলন কান যহন কানদ

জঁহার জঁহার।

মা এনদ নাওয়া সেরমা ঞুতুমতে

বালে খদে বালে সিমলে

আড়তি আপে কানদ

জঁহার জঁহার।

মা এনদ কড়াক্‌সেঁদ্রায়াক্‌ ,কারকায়াক্‌

বিররে-বুরুরে কুল আর তারুপ আল

আলক্‌ হাডুপ হচঃ পাটুপ হচঃ মা

জঁহার জঁহার।

মা এনদকুড়িক্‌ সাহানাক্‌, সাকামাক্‌

জ, বিলি, আড়াঃ সাকাম তুমাল আক

হররে বিররে তহদ হাড়াঃ আলক এগম-মা



জঁহর জঁহর।

আতুরে মাড়হারে-

রোগ আর বিঘিন কঃ

বাড়িচ হয় ভাঙে'ক

আলবন সড় কঃ মা

হড়মরে, সাঁওয়ার রে

নায় বাড়ে নাপায় বাড়েলে তাঁহে কঃ মা

জঁহর জঁহর।

এরপর আরও অন্যান্য মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে পূজা সমাপ্ত করা হয় এবং পূজা সমাপনান্তে “জাঁহের-সড়ে” প্রসাদ খাওয়ানো হয়।

বঙ্গানুবাদ (কাব্যিক):

প্রণাম (নমঃ নমঃ)মারাং বুরু

প্রণাম জাঁহের আয়ো

প্রণাম মড়ে'ক তুরংইক

প্রণাম প্রণাম।

তোমার থান এ

তেল ও সিন্দুর দিয়ে

নূতন বছরের

আগমনকে স্বাগত জানাই

প্রণাম প্রণাম।

নূতন বছরের নামে

নূতন খুদ ও কচি মুরগি

অর্পণ করছি

প্রণাম প্রণাম।



নব নব উদ্যমে শিকারীরাশিকার করতে যায়

জঙ্গলে, পাহাড়ে, সিংহ, বাঘ যাতে

তাদেরকাবু করতে না পারে

প্রণাম প্রণাম।

মেয়েরা বনে কাঠ সংগ্রহ করবে, পাতা তুলবে

ফুল ফল শাক সংগ্রহ করবে

রাস্তা-ঘাটে, জঙ্গলে ওদের যেন কোনোরূপ ক্ষতি না হয়

প্রণাম প্রণাম।

গ্রাম, গ্রামের চৌহদ্দিতে

রোগজ্বালার প্রকোপ

খারাপ বায়ু যাতে প্রবেশ করতে না পারে

শরীর ও স্বাস্থ্যে যেন চিরসুখ বিরাজ করে

প্রণাম প্রণাম(নমঃ নমঃ)

বাহা বঁঙ্গা: মাঘ মাসের পরেই ফাল্গুনে বনে বনে শাল-মহল সঞ্চরিত হয়, গাছে গাছে নুতন পাতা গজিয়ে ওঠে। পলাশ-শিমূল আগুনরঙা ফুলে ভরে যায়। বনচারী মানুষের হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। ঠিক তখনই বাহা-বঁঙ্গা উৎসব প্রকৃতির এই নুতন সাজে সেজে ওঠাকে যেন স্বাগত জানায়। বাহা-বঁঙ্গা উৎসব পার না হলে নুতন ফল-ফুল ব্যবহার করা যায় না। মহিলারা বনফুলের মালা পরে না, বনফুলের কবরী সাজায় না। জাহের থানে দেব-দেবীকে ফুল-ফল অর্পণ করে প্রকৃতির বন্দনায় মেতে ওঠে এই মানুষজন। বাহা বঁঙ্গা বাৎসরিক অনুষ্ঠান। তিন দিন ব্যাপী এটি চলে। প্রথম দিন কে “উম মাহা” দ্বিতীয় দিন কে “সারদি মাহা” এবং শেষ দিন কে “জালে মাহা” বলা হয়।

উম মাহাঃ প্রধান উদ্দেশ্য বাহা বঁঙ্গা প্রস্তুতি এবং দেব দেবী দের জাগ্রত করা।

নায়কে আর অবিবাহিত ছেলে মেয়েরা প্রতিষ্ঠিত পুকুরে স্নান করে এসে মাঝি থান ও জাহের থান পরিষ্কার করে জাহের থান এ জাহের সাড়িম বানায়। সন্ধ্যাকালে মাঝি থান এ সকলে সমবেত হয়। নায়কে বাবা মাঝি থান এ এক ঘটি জল রাখেন সাথে তির, ধুক, তঙ্গি, সাঁকয়া, তরবারি। ধুপ- ধুনো মন্ত্র সহযোগে দেব দেবী



দের “বঙ্গ জাগাও” জাগ্রত করা হয়। কয়েক জনের উপর দেব দেবী রা ভর করেন। তারা গ্রামের চারিদিকে তীর ধনুক নিয়ে বেড় কাটেন যাতে অশুভ শক্তি প্রবেশ করতে না পারে ও জাহের থান এর উপর কোন অশুভ প্রভাব পড়েছে কিনা সেটাও বলেন। নায়কে গোসাঁই দেব শক্তি সঞ্চারিত মন্ত্রপূত জল তাদের ছিটিয়ে দিলে তাদের ভর চলে যায়।

সারদি মাহাঃ মূলত এটাই পূজোর প্রধান দিন। প্রতিষ্ঠিত পুকুরে নায়কে বাবা এবং উপোস কারীরা স্নান করে এসে মাঝি থান এ সমবেত হয়। নায়কে বাবা কুলোর মধ্যে তেল, সিন্দুর, তাঙ্গি, তরবারি, সাঁকোয়া, সাল, মছল এর ফুল নিয়ে জাহের থান এ পূজার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হন। ধামসা-মাদল এর তালে বাহা গান এর মধ্য দিয়ে মাঝি থান তিন বার পরিক্রমা করে জাহের পোঁছে জাহের থান তিন বার পরিক্রমা করতে হয়। নায়কে বাবা নুতন চালের গুড়ি দিয়ে প্রত্যেক দেব- দেবী স্থান এ খনড বানান যার মধ্যে পূজা সামগ্রী দেয়া হয়। জাহের আয়োর প্রথম পূজা হয় তারপর পর্যায়ক্রমে মারাং বুরু ও অন্যান্য দেব দেবীর পূজা হয়। পূজা সমাপ্তিতে জাহের সড়ে খাওয়ানো হয়।

জাহের এ পূজা সমাপ্তি হলে নায়কে দারাম/ নায়কে কে গ্রামে নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন বাহা গীতি গাওয়া হয়, নায়কের সাথে ঠিলি গগ কড়া / মাটির কলসিতে কাঁধে করে জল নিয়ে যায়। নায়কের সাথে কুলোর মধ্যে মন্ত্রপূত ফুল, তেল, সিন্দুর, টাঙ্গি ইত্যাদি থাকে। গ্রামের মাঝির উঠান এ প্রথম প্রবেশ করেন, বাড়ির মহিলারা নায়কে ও ঠিলি দিপিল কড়ার পা জল দিয়ে ধুয়ে দেন। নায়কে আশীর্বাদ স্বরূপ শাল মছয়া ফুল তাদের আচলে দেন ও মন্ত্রপূত জল বাড়ির সাডিম/ চাল এ ঢেলে দেন। প্রত্যেক বাড়িতে এই বরণ ও আশীর্বাদ এর পালা চলে এবং শেষে নায়কের নিজের বাড়িতে এই পর্বের সমাপ্তি হয়। সন্ধ্যাকালে সকলে বাহা নাচ গান এ মেতে ওঠে এবং ধর্ম কথা নিয়ে আলোচনা সভা বসে।

জালে মাহা/ বাস্কে মাহাঃ এটি সমাপ্তি দিন। পূজা অর্চনা করে দেব দেবী দের সন্তুষ্টি স্বরূপ সেই বছর শাক সবজি, পাতা, ফুল ফল এ চারিদিক ভরে উঠবে, বর্ষার আগমন ঠিক সময়ে হবে, চাষাবাদ ভাল হবে। দা; সারেচ স্বরূপ জল ঢালা উৎসব শুরু হয় সম্পর্কিত মানুষজন দের মধ্যে এতে ছোট বড়ো সকলে অংশ নেয়। বাহা গান নাচ সারাদিন ব্যাপী চলে।

সন্ধ্যের দিকে মাঝি, গদেৎ”, নায়কেদের সহযোগে সেই বছরের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বিভিন্ন লোকগীতির মাধ্যমে এই বাহা-বঙ্গ উৎসবের তাৎপর্য পাওয়া যায়-

যা গঁসাই অকারেদ জানাম লেনা

যা গঁসাই সারি সারি সারজম বাহা দ



যা গঁসাই অকাৰেদ জানাম লেনা
যা গঁসাই সারি মাতকম বাহা দ
সারিলো রিলো-
সারিলো রিলো রিলো।
যা গঁসাই পৃথিমীৰে জানাম লেনা
যা গঁসাই সারি সারি সারজম বাহা দ
যা গঁসাই পৃথিমীৰে জানাম লেনা
যা গঁসাই সারি মাতকম বাহা দ
সারিলো রিলো-
সারিলো রিলো রিলো।

মাঘ বঙ্গা পারম এনা ফাণ্ডন সেটের এন
বির বুরু দারে নাড়ী সাকাম সাগেন এন
সারজম বাহা এনা পুরুয় পুরুয়-
মাতকম বাহা এনা থপা থপা।
অকয় মে দয় আগুলেদা সারজম বাহা-
অকয় মে দয় চিয়ালেদা মাতকম বাহা-
মড়ে ক-ক আগুলেদা সারজম বাহা
তরুই ক-ক আগুলেদা মাতকম বাহা
জাহের আয়োয় বাহালেদা দালায় দালায়,
মারাং বুরু'য় চেপেজ লেদা মাতকম বাহা।।

ঃবঙ্গানুবাদ (কাব্যিক)ঃ ও গঁসাই কোথায় জন্মেছিল/উৎপত্তি হয়েছিল
পবিত্র সত্য শাল ফুল/শাল গাছের
কোথায় জন্মেছিল/ উৎপত্তি হয়েছিল
পবিত্র সত্য মল্লয়া ফুল/মল্লয়া গাছের
সারিলো রিলো-
সারিলো রিলো রিলো।
এই ধরিত্রীতেই জন্মেছিল



পবিত্র সত্য শাল ফুল/শাল গাছ

এই ধরিত্রীতেই জন্মেছিল

পবিত্র সত্য মছয়া ফুল/ মছয়া গাছ

সারিলো রিলো-

সারিলো রিলো রিলো।

মাঘ মাস পেরিয়ে ফাল্গুন এসে পড়লো

বনে পাহাড়ে গাছে লতাপাতাই সবুজের সমারোহ

সাদা সাদা ফুলে শাল গাছ ভরেউঠল হাওয়ার তালে তালে আন্দোলিত হতে থাকল

থোকা থোকা ফুল এল মছয়ার ডালে ডালে।

কে অঞ্জলি ভরে নিয়ে এল শাল ফুল গো

কে অঞ্জলি ভরে উৎসর্গ করল মছয়া ফুল গো

পঞ্চ জনে নিয়ে এসেছিল শাল ফুল গো

ষড় জনে এনেছিল মছয়া ফুল গো।

জাহের আয়ো সেই ফুল খোঁপায় বেঁধেছিল।

মারাং বুরু মছয়া ফুলের রস সেবন করেছিল।।

-মাঘ মাস থেকে শুরু করে সারা বছর ধরেই চলতে থাকে দং, লাগড়ে, পাতা, দিশম-সেঁন্দা, দাশাই, সহরায়, বাঁন্দনাইত্যাदि।

উপসংহারঃ আদিবাসী সাঁওতাল সমাজ আদিম রূপে পরিচিতি লাভ পেলেও আর্থ, খৃষ্টীয় বা অন্যান্য ঔপ্যনিবেশিকশক্তির সাথে বুদ্ধি, বিদ্যা, কৌশলগত ভাবে পিছিয়ে পড়লে সমাজেরমূলস্রোতথেকে বিচ্ছিন্নহয়ে পড়ে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতিগত ভাবে তারা তাদের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টিকে লালিত করেছে বংশপরম্পরায়। একটি জাতি যদি তার সমাজের সংস্কৃতি, কৃষ্টি সবার সামনে তুলে না ধরতে পারে তাহলে অন্যান্য সম্প্রদায় বা জাতির সাথে বিচ্ছিন্নই থেকে যাবে। বৃহত্তর সমাজের অন্যান্য মানুষজনদের সাথে পারস্পারিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সহমর্মিতা, সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটাতে হবে। অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের সাথে অনুবাদ সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে নিজেদের মেলে ধরতে হবে। সাঁওতালদের ধর্মগ্রন্থ, ভাষা, পরিধান, কৃষ্টি, সাহিত্য অন্যান্য জাতির তুলনায় স্বতন্ত্র। এইরূপ বহুস্বতন্ত্রতারমধ্য দিয়েই আমাদের বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষ। সমাজের সকলকে এবং সরকারবাহাদুরকেও এই স্বতন্ত্রতা রক্ষার্থে এগিয়ে আসতে হবে।



উৎসসূত্র:-

- ১। সাধু রামচাঁদ মুন্সুঃ “সারি ধরম সেরেং পুথি”
- ২। পণ্ডিত রঘু মুন্সুঃ “বাঁখেড়”
- ৩। নায়কে মঙ্গল চন্দ্র সরেনঃ “জম সিম বিন্তি”
- ৪। রামেশ্বর মুরমুঃ “বঁগা বাখেড়”
- ৫। বিরাম মুন্সুঃ “ধারতি সিরজনরে বঁগা ও ফেল”
- ৬। শ্রীগোরাচাঁদ মুরমুঃ “পণ্ডিত রাঘুনাথ মুরমু ও অলচিকি”
- ৭। ধীরেদ্রনাথ বাস্কেঃ “ পশ্চিম বঙ্গের আদিবাসী সমাজ”
- ৮। Hembrom, Timotheas (1996). The Santals : anthropological-theological reflections on Santali & biblical creation traditions (1 ed.). Calcutta: Punthi Pustak. ISBN 81-86791-00-0. OCLC 35742627
- a Tribe in Search of a Great Tradition."Based on thesis, University of Chicago., Wayne State University Press, 1965.
- ১৪।Bodding, P. O. A Santal Dictionary (5 volumes), 1933–36 Oslo: J. Dybwad, 1929.